দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-২

খন্দকার জাহিদ হাসান

(গ) 'হরেক পদের সম্বোধন'

স্থানঃ লিভারপুল হাসপাতালের ইমার্জেন্সী বিভাগের ওয়েটিং রুম
দিনঃ বুধবার
সময়ঃ রাত ন'টা
পাত্র-১ঃ বাংলাদেশী অভিবাসী যুবক আমিন
(তিন বছর বয়সের অসুস্থ ছেলে শিবলীকে কোলে নিয়ে অপেক্ষারত)
পাত্র-২ঃ আমিনের পাশে বসা গাট্টাগোট্টা চেহারার এক মধ্যপ্রাচ্যীয় যুবক
(নিরাপত্তা প্রহরীর পোষাক পরা)

গাট্টাগোট্টা যুবকঃ হ্যালো ব্রাদার, কি হোয়েছে আপনার ছেলের?
আমিনঃ সন্ধ্যা থেকে বমি করছে।
গাট্টাগোট্টা যুবকঃ এ-পর্যন্ত ক'বার বমি করেছে?
আমিনঃ ছ'বার হলো।
গাট্টাগোট্টা যুবকঃ কি খাইয়েছিলেন ওকে আজ?

[গাট্টাগোট্টা যুবকের প্রশ্নের ধরণে মনে হচ্ছিলো যেন সে-ই এখানকার ডাক্তার। বিরক্ত হলো আমিন, কথার মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করলো সে।]

আমিনঃ কি আর খাওয়াবো? সচরাচর বাচ্চারা যা খেয়ে থাকে, তা-ই খাইয়েছি। সে যাই হোক, আপনি এখানে বসে আছেন যে? ডিউটি নেই আপনার?
গাট্টাগোট্টা যুবকঃ আমার ডিউটি রাত দশটা থেকে শুরু হবে। আজ একটু আগেভাগে এসে পড়েছি। তো ইয়ে....কোন্ দেশের লোক আপনি ভাই?
আমিনঃ বাংলাদেশ। আপনি?
গাট্টাগোট্টা যুবকঃ জর্দান। আমার নাম বাসিম আল্-শাফিক। আপনার নাম?
আমিনঃ আমার নাম আমিন উদ্দিন।
বাসিমঃ বাহ্, কি সুন্দর নাম!

[ঠিক এই সময় একটু দূরে বসা পাঁচ-ছয় বছরের একটা শ্বেতাংগ বাচ্চা মেয়ে তার সংগের তরুণীর উদেশ্যে বলে উঠলোঃ এ্যাঞ্জেলা, এত দেরী হলে আমি কিন্তু একা একা বাসায় চলে যাবো। এ্যাঞ্জেলা, শুনছো আমার কথা?.... ও এ্যাঞ্জেলা.....!!!
বাসিম একবার বাঁকা চোখে তাকালো ওদের দিকে। তারপর নীচু স্বরে আমিনের সাথে আবার কথা শুরু করলো।]

বাসিমঃ দেখেছেন ভাই কান্ডটা? এতটুকুন একটা মেয়ে অতোবড়ো ধাড়ি মেয়েটাকে নাম ধরে ডাকছে! নিশ্চয় আন্টি-ফান্টি বা বড়োবোন হবে। আমরা তো কল্পনাই করতে পারি না বড়ো ভাইবোনদেরকে এভাবে নাম ধরে ডাকার কথা! উনাদের একটা আলাদা সম্মান আছে না?

[আমিনও অবশ্য এ-ব্যাপারে বাসিমের সাথে একমত। সে নিজে তার বড়ো ভাইকে 'ভাইজান' বলে ডাকে। এতক্ষণে সে গাট্টাগোট্টা বাসিমের প্রতি মনে মনে কিছুটা একাত্ম হোয়ে উঠলো।]

আমিনঃ (গদগদ কন্ঠে) ঠিক বলেছেন ভাই! বড়োদেরকে নাম ধরে ডাকা মোটেও উচিৎ নয়।....আচ্ছা, আপনারা আপনাদের বড়োভাইদেরকে কি বলে সম্বোধন করেন?

বাসিমঃ উনাদের ছেলেমেয়েদের নামের মাধ্যমে।

আমিনঃ ঠিক বুঝলাম না।

বাসিমঃ এই যেমন আমার নিজের বড়োভাইয়ের কথাই ধরুন। উনার নাম আদনান। কিন্তু আমি তো আর তাঁকে 'আদনান' বলে ডাকতে পারি না। কারণ তিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্মানিত। তাই যেহেতু উনার বড়ো ছেলের নাম উমার, সুতরাং আমি তাঁকে 'আবু উমার' অর্থাৎ 'উমারের বাবা' বলে ডাকি।

[বাসিম আল্-শাফিকের এই ধরণের ব্যাখ্যা শুনে আমিন থ' মেরে গেল। সেই মুহূর্তে হঠাৎ কেন যেন তার স্ত্রীর কথা মনে পড়লো, যে তাকে 'শিবলীর বাবা' বলে ডাকে। খুব একটা ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও আমিন আবার মুখ খুল্লো।]

আমিনঃ আর যদি আপনার বড়োভাইয়ের কোনো বাচ্চা না থাকতো, তা হলে?

বাসিমঃ (চোখে-মুখে একটা সম্মানের ভাব ফুটিয়ে তুলে) সেক্ষেত্রে তাঁকে 'হাজ্জ্ব' বলে সম্বোধন করতাম, কারণ ইতিমধ্যে তিনি পবিত্র হাজ্জ্ব সেরেছেন।

আমিনঃ আর যদি তিনি হজ্জ্বও না সেরে থাকতেন?

বাসিমঃ (পরম ধৈর্যের সাথে) কারো মনে ভবিষ্যতে হাজ্জ্ব সারার বাসনা থাকলেও তিনি উক্ত সম্বোধন পাবার যোগ্য। মোট কথাঃ আমরা লক্ষ্য রাখি, আমাদের সম্বোধনে যেন কোনোভাবেই তাঁদের নাম সরাসরি উচ্চারিত না হয়.....

[আমিন ভাবলো, ''এই দুনিয়াটা বড়োই বিচিত্র একটা জায়গা!'' এবারে নিশ্চয় তার পালা। আমিন তার বড়োভাইকে কেন 'ভাইজান' বলে সম্বোধন করে, তার সঠিক ব্যাখ্যা সে মনে মনে ঠিক করতে শুরু করলো। কিন্তু ততোক্ষণে তার ছেলে শিবলীর ডাক পড়েছে।]

(ঘ) 'গলদটা আসলে কোথায়?'

স্থানঃ সিড্‌নী শহর থেকে ৭৫কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত কোশিগায়া পার্ক
দিনঃ রোববার
সময়ঃ দিনের প্রথমার্ধ
উপলক্ষঃ ক্যাম্প্‌বেলটাউনের ঐতিহ্যবাহী রিভারফেস্ট্‌ উৎসব
চীনা পাত্র-পাত্রীঃ ষাটোর্ধ এক ভদ্রলোক ও এক ভদ্রমহিলা
বাংলাদেশী পাত্রঃ 'সলিমুদ্দি' নামে পরিচিত চল্লিশোর্ধ জনাব সেলিম রেজা

[ষাটোর্ধ চীনা ভদ্রলোক পাশেই দাঁড়ানো তাঁর প্রায় সমবয়সী চীনা ভদ্রমহিলার সাথে বেশ কিছুক্ষণ 'চ্যাং চুং' ক'রে কি যেন আলাপ করলেন। তারপর হঠাৎ সলিমুদ্দির সাথে চোখাচোখি হতেই ভদ্রলোক হাসিমুখে খাস ইংরেজীতে কথা-বার্তা শুরু করলেন।]

চীনা ভদ্রলোকঃ সুপ্রভাত, আজ আপনি কেমন আছেন?
সলিমুদ্দিঃ (করমর্দনের উদ্দেশ্যে ডান হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে) সুপ্রভাত, ভালো আছি, আর আপনি?
চীনা ভদ্রলোকঃ আমিও ভালো আছি, ধন্যবাদ। আমার নাম জন চিং মিং, (তারপর পাশের মহিলাকে দেখিয়ে) আর ও হচ্ছে আমার বোন কেইট্‌ সিউ মেই।

[সলিমুদ্দির ছোট্টো একটা ভুল ভাংলো। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁরা হয়তো স্বামী-স্ত্রীই হবেন। কিন্তু আসলে তাঁরা ভাইবোন। কেইট্‌ মেই মৃদু হেসে সলিমুদ্দিকে উদ্দেশ্য ক'রে নড্‌ করলেন।]

সলিমুদ্দিঃ (একে একে দু'জনের সাথে করমর্দন করতে করতে) আমার নাম সেলিম রেজা। আপনাদের সংগে পরিচিত হোয়ে বড়ো খুশী হলাম, মিস্টার মিং ও মিসেস মেই!
কেইট্‌ মেইঃ তারপর বলুন মিস্টার রেজা, রিভারফেস্ট্‌ উৎসব আপনার কেমন লাগছে!

[সলিমুদ্দি মনে মনে বেশ ভড়কে গেলেন। তাজ্জব ব্যাপার তো! এই চীনা বুড়োবুড়ী দু'জন দিব্যি ফটাফট্‌ ইংরেজী ঝাড়ছে। এই বয়সেও চমৎকার ইংরেজী রপ্ত করে ফেলেছে ওরা! চীনাদের বেশীর ভাগ-ই তো সাধারণতঃ 'নো ইংলিশ্‌' পার্টির সদস্য হোয়ে থাকে। সলিমুদ্দি বেশ ঈর্ষা অনুভব করলেন ওদের প্রতি। কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করে প্রাণপণে কথা চালিয়ে গেলেন।]

সলিমুদ্দিঃ উৎসব আমার খুব ভালো লাগছে। বিভিন্ন জাতিসত্তা থেকে আসা আজকের শিল্পীদের এই নাচ, গান ও যন্ত্র-সংগীত পরিবেশন সত্যিই বড়ো অপূর্ব!

জন মিংঃ তা ঠিক। আমার নাত্‌নীও কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেজে নাচতে আসছে। ও আজ নাচবে চীনা ঐতিহ্যবাহী 'তাও লী' নৃত্য।.... আপনার কেউ কি কোনোকিছু করবে এই অনুষ্ঠানে, নাচ বা গান?

সলিমুদ্দিঃ জ্বীনা, আমি স্রেফ অনুষ্ঠান দেখতে এসেছি।

জন মিংঃ বাহ্ বাহ্, চমৎকার! তো আপনার পরিবারের আর সব কোথায়?

সলিমুদ্দিঃ আমার বাচ্চা দু'টো ঐ পার্কটাতে খেলছে। আর ওদের মা কাজে গেছে।

জন মিংঃ ও বুঝতে পেরেছি আপনার কথা। তা বেশ। আচ্ছা, মিস্টার রেজা,আপনার দেশ কোথায় যেন?

সলিমুদ্দিঃ আমার দেশ বাংলাদেশ। আপনারা তো চীনের লোক, তাই না?

জন মিংঃ হ্যাঁ, আমরা চীনাই। তবে আমাদের দাদা-দাদীই চীন থেকে প্রথমে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন। সে অনেক আগের কথা। আমাদের বাবা-মায়ের ও আমাদের জন্ম এখানেই।

[এতক্ষণে সলিমুদ্দি মনে মনে হাঁফ ছাড়লেনঃ তাই তো বলি, ইসি লিয়ে এত্‌না সুন্দর ইংলিশ বোল্‌তা হ্যায়! তবে এক-ই সাথে তিনি খুব অবাক হলেন এই ভেবে যে, তিন পুরুষ ধরে অস্ট্রেলিয়াতে বসবাস করার পরও এই বয়োঃবৃদ্ধ চীনা ভাইবোন নিজেদের মধ্যে চীনা ভাষাতেই কথা-বার্তা চালাচ্ছেন।

মিস্টার জন মিং-এর ছোট্টো ফুট্‌ফুটে নাত্‌নীটি অসাধারণ নাচলো। যাকে বলে একেবারে 'মুগ্ধ বিস্ময়ে' দেখার মত নাচ! নিজের দুই ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়লো সলিমুদ্দির। মাত্র তিন বছর হলো তাদের অস্ট্রেলিয়াতে আসা, আর এর-ই মধ্যে বাচ্চা দু'টো বাংলায় কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে।]

সলিমুদ্দিঃ (জন মিং-এর উদ্দেশ্যে) আচ্ছা, আপনারা নিজেদের মধ্যে কখনো ইংরেজীতে কথা বলেন না?

জন মিংঃ (খুব-ই অবাক হোয়ে) আপনার এই প্রশ্নটি অদ্ভূত! কেন, নিজেদের মধ্যে ইংরেজী বলবো কেন? আমরা অস্ট্রেলীয় বটে, কিন্তু উৎসগতভাবে আমরা তো চীনাই! তাই নয় কি? আমাদের নাতী-নাত্‌নীরাও নিজেদের মধ্যে চীনা ভাষাতেই কথা বলে। শুধু বাইরের লোকের সাথেই ইংরেজী বলে থাকি আমরা।

[মিস্টার জন মিং-এর জবাবে সলিমুদ্দি বেশ অপ্রস্তুত হোয়ে পড়লেন। জল্‌দি তিনি কথার প্রসংগ পাল্টালেন।]

সলিমুদ্দিঃ (অপ্রতিভভাবে) না, মানে এমনিই বললাম কথাটা। ইয়ে...আপনার নাত্‌নী কিন্তু দারুণ নেচেছে!

জন মিংঃ (হাসতে হাসতে) ধন্যবাদ মিস্টার রেজা।

[ততোক্ষণে মিস্টার জন মিং-এর পিচ্চি নাত্‌নীটি কোত্থেকে যেন উদয় হোয়ে তার দাদুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো, আর দূর্বোধ্য চীনা ভাষায় অনর্গল কি যেন বলে চললো। আর ওদিকে সলিমুদ্দি ভাবতে বসলেনঃ আচ্ছা, চীনাদের ক্ষেত্রে এক রকম, আর আমাদের ক্ষেত্রে আরেক রকম ঘটনা ঘটছে কেন? হাতে গোণা দু'একজন ছাড়া আমাদের বাকী অধিকাংশ বাংলাভাষীদের গলদটা আসলে কোথায়?....]

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ২৬ জুন ২০০৬